Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মহিলাদের ইতিকাফ সংক্রান্ত মাসায়েল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জুথি খাতুন

রোলঃ ২৩১০০১২০৯৯৯

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মহিলাদের ইতিকাফ সংক্রান্ত মাসায়েল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জুথি খাতুন

রোলঃ ২৩১০০১২০৯৯৯

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মহিলাদের ইতিকাফ সংক্রান্ত মাসায়েল " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জুথি খাতুন, আইডিঃ ২৩১০০১২০৯৯৯ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মহিলাদের ইতিকাফ সংক্রান্ত মাসায়েল " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

জুথি খাতুন

আইডিঃ ২৩১০০১২০৯৯৯

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 6

গবেষণার উদ্দেশ্য: 7

গবেষণার গুরুত্ব: 7

ইতিকাফের পরিচিতি 7

ইতিকাফের সঙ্গা: 7

ইতিকাফের প্রকারভেদ: 8

ইতিকাফের গুরুত্ব ও ফযিলত: 10

মহিলাদের ইতিকাফের বিধান 11

মহিলাদের ইতিকাফের শর্ত: 11

.মহিলাদের ইতিকাফের স্থান 12

মহিলাদের ইতিকাফের সময় 12

মহিলাদের ইতিকাফে স্বামীর অনুমতি 12

মহিলাদের ইতিকাফের সমস্যা ও সমাধান* 13

মাসিক শুরু হওয়া 15

ঘরের কাজ 16

মহিলাদের ইতিকাফরত অবস্থায় করণীয় 18

নিয়ত করা 18

নফল নামাজ 18

উমরি কাজা 19

কোরআন তেলাওয়াত 19

জিকির 19

দরুদ পাঠ 20

লাইলাতুল কদর 20
তালিম 20
জীবন্তিকা জীবনী পাঠ 21
নামাজের প্রস্তুতি 21
তাহাজ্জুদ ও তাসবিহ 21
ঈদের রাত 21
উপসংহার* 22

ভূমিকা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য লাভ করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল হল ইতিকাফ।

দুনিয়ার যাবতীয় ব্যস্ততাকে পাশে ঠেলে, একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, আল্লাহর ঘর মসজিদে অবস্থানের এই যে বিধান- নিঃসন্দেহে তা বান্দার প্রতি রাব্বুল আলামীনের অনেক বড় ইহসান। বান্দার উচিত এই মহান বিধানের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া এবং আবেগ ও মহব্বতের সাথে এই আমলের প্রতি উৎসাহী হওয়া।

দুনিয়ার জীবন ব্যস্ততাবহুল। জীবনের সকল অনুষঙ্গই এমন, যা মানুষের ধ্যান ও চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, স্বপ্ন, কর্ম, লক্ষ্য ইত্যাদি বহু বিষয় মানুষকে শতধা-বিক্ষিপ্ত করে রাখে। তাই সহজেই সুযোগ হয় না পরকালীন জীবন নিয়ে ভাবার; কিংবা একান্ত মনোযোগের সাথে ইবাদতে মগ্ন হওয়ার। ইতিকাফ সেই সুযোগকেই অবারিত করে। বান্দাকে আল্লাহর জন্য নিবেদিত হতে সাহায্য করে।

ইসলামে ইতিকাফের বিধান অনেক প্রাচীন। কুরআন মাজীদে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন-

وَ عَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَ الْعٰكِفِيْنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ.

আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার ঘরকে সেইসকল লোকের জন্য পবিত্র কর, যারা (এখানে) তাওয়াফ করবে, ইতিকাফ করবে এবং রুকু ও সিজদা করবে। -সূরা বাকারা (২) : ১২৫

এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, ইতিকাফের বিধান হযরত ইবরাহীম আ. ও ইসমাঈল আ.-এর যামানাতেও ছিল।

তাছাড়া এক হাদীসে এসেছে, উমর ইবনুল খাত্তাব রা. জাহেলী যুগে মসজিদে হারামে এক রাত ইতিকাফের মান্নত করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর এ বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলে নবীজী তাকে সেই মান্নত পুরা করার নির্দেশ দেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ২০২৩। এছাড়াও

০নবীজি (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীরা নিয়মিত ইতিকাফ পালন করতেন। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'নবী (সা.) মৃত্যু পর্যন্ত রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফ

করেছেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর পবিত্র স্ত্রীরাও ইতিকাফ পালন করেছেন।’ (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১১৭২

গবেষণার উদ্দেশ্য:

- মহিলাদের ইতিকাফের বিষয়ে ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা।
- মহিলাদের ইতিকাফের শর্ত, নিয়ম এবং ফযিলত সম্পর্কে জানা।
- মহিলাদের ইতিকাফের সমস্যা এবং সমাধান নিয়ে আলোচনা করা হবে।

গবেষণার গুরুত্ব:

- মহিলাদের ইতিকাফের বিষয়ে সঠিক তথ্য জানা যাবে।
- মহিলারা ইতিকাফের বিষয়ে সচেতন হবে এবং সঠিকভাবে ইতিকাফ করতে পারবে
- ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে মহিলাদের ইতিকাফের বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

ইতিকাফের পরিচিতি

ইতিকাফের সঙ্গা:

ক. আভিধানিক অর্থ: ইতিকাফ শব্দটি(ع-ك-ف)থেকে গৃহীত।এর আভিধানিক অর্থ হলো

১.অবস্থান করা

২.আটকে রাখা

৩.নিজেকে বন্দী করা

৪.নিদিষ্ট সময় বা গন্ডিতে বাস করা

৫.মসজিদে অবস্থান করা ইত্যাদি

খ.পারিভাষিক সংজ্ঞা:

১.আল্লামা আবুল হুসাইন কুদুরী(রহ.)বলেন- هو اللبث في المسجد مع الصوم و نية الا عتكافঅর্থাৎ রোজাদার সহকারে মসজিদে অবস্থান করাকে ইতিকাফ বলে।

২. আল্লামা জুরজানী(রহ.)বলেছেন-هو لبث الصاءم مسجد جامع بنيةঅর্থাৎ রোজাদারদের নিয়ত সহকারে মসজিদে অবস্থান করাকে ইতিকাফ বলে।

৩.কেউ কেউ বলেছেন আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের নিয়তে ঘন্টা কাল বা তদূর্ধ্ব সময়ের জন্য মসজিদে অবস্থান করাকে ইতিকাফ বলা হয়।

ইতিকাফের প্রকারভেদ:

ইসলামী শরীয়তে ই'তিকাফ ৩ প্রকার।

১/ওয়াজিব ইতিকাফ(মানতের ইতিকাফ)

২/সুন্নত ইতিকাফ(রমযানের শেষ ১০ দিন)

৩/ নফল ইতিকাফ(যেকোনো সময়ের জন্য)

১/ওয়াজিব ইতিকাফ:ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্যে ওয়াজিব ই'তিকাফ হলো মানতের ইতিকাফ।যদি কেউ মানত করে যে, 'আমার অমুক কাজ হলে আমি ইতিকাফ করব' এবং সেই কাজ পূর্ণ হয়, তবে তার ওপর ইতিকাফ ওয়াজিব হয়ে যায়। এছাড়া সুন্নতে ইতিকাফ ভেঙে ফেললে তা কাযা করাও ওয়াজিব হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ ... ٢٩ ﴾ [الحج[٢٩ :

অর্থাৎ "তারা যেন তাদের মানৎ পূর্ণ করে।" (সূরা হাজ্জ : ২৯)

২/সুন্নত ইতিকাফ:রমযানের শেষ দশক, অর্থাৎ ২০ রমজান সূর্যাস্তের পূর্ব থেকে ঈদের চাঁদ দেখা পর্যন্ত মসজিদে ইতিকাফ করা। এটি সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ আলাল কিফায়াহ। এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে কেউ আদায় না করলে সবাই গুনাহগার হবে।যেমন :

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَعْتَكِفُ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানে শেষ দশদিন ইতিকাফ করতেন।' (বুখারী : ২০২৫; মুসলিম : ১১৭২)

৩/মুস্তাহাব ইতিকাফ:কোনো নির্দিষ্ট সময় ছাড়াই যেকোনো সময় ইতিকাফ করা। এটি যেকোনো দিন বা সময়ে করা যায়, এর জন্য রোজা বা ১০ দিন থাকা জরুরি নয়।উল্লেখিত দু'প্রকার ব্যতীত বাকী সব মুস্তাহাব ইতেকাফ।

ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াতে বর্ণিত রয়েছে,

»وَيَنْقَسِمُ إلَى وَاجِبٍ، وَهُوَ الْمَنْذُورُ تَنْجِيزًا أَوْ تَعْلِيقًا، وَإِلَى سُنَّةٍ مُؤَكَّدَةٍ، وَهُوَ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَإِلَى مُسْتَحَبٍّ، وَهُوَ مَا سِوَاهُمَا هَكَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ «.

» -الفتاوى الهندية(1/ 211) «

সুন্নাত ও ওয়াজিব ইতিকাফকারীর জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। যথা-

১.মুসলমান হতে হবে।সুতরাং কাফেরদের ইতিকাফ গ্রহণযোগ্য নয়।

২.আকেল ও বালেগ হতে হবে।সুতরাং পাগল ও নাবালেগের ইতিকাফ গ্রহণযোগ্য হবে না।তবে বুঝমান নাবালেগ সহীহ হবে।

৩.নিয়ত থাকতে হবে।নিয়ত ছাড়া মসজিদে অবস্থানের দ্বারা িতিকাফ আদায় হবেনা।

৪.পুরুষের ইতিকাফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য এমন মসজিদে ইতিকাফ করতে হবে,যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে আদায় হয়।সুতরাং বিরান মসজিদে একাকী ইতিকাফ শুদ্ধ হবেনা।

৫.ইতিকাফকারীর জন্য রোযা রাখা আবশ্যক। সুতরাং রোযা রাখা ছাড়া ইতিকাফ শুদ্ধ হবেনা।

৬. ইতিকাফকারীর জন্য গোসল ফরজ হওয়া অবস্থা থেকে মুক্ত থাকতে হবে।যদি গোসল ফরজ হয়ে যায়,তাহলে তৎক্ষণাৎ গোসল করে নিতে হবে।নারীদের জন্য হায়েজ ও নেফাস থেকে মুক্ত থাকতে হবে।সুতরাং গোসল ফরজ হওয়া অবস্থায় ইতিকাফ শুদ্ধ হবেনা।

ইতিকাফের গুরুত্ব ও ফযিলত:

ইতিকাফ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। রাসুল (সা.) মদিনায় হিজরত করে প্রতিবছরই ইতিকাফ করতেন। ইমাম যুহরি বলেন, 'ইতিকাফের মতন গুরুত্বপূর্ণ আমলকে লোকদের ছেড়ে দেয়া দেখলে আমি অবাক করি, অথচ আল্লাহর রাসুল (সা.) মাঝেমধ্যে অন্যান্য আমল বাদ দিলেও, মদিনায় হিজরতের পর আজীবন মসজিদে নববিতে ইতিকাফ করেন।'

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদানী জীবনে কেবল একটি রমযানে (জিহাদের সফরে থাকার কারণে) ইতিকাফ করতে পারেননি। তাই পরবর্তী বছর ২০ দিন ইতিকাফ করে তা পূরণ করে নিয়েছেন। এছাড়া তিনি সব রমযানে ইতিকাফ করেছেন। সাহাবীগণও তাঁর সঙ্গে ইতিকাফে শরীক হয়েছেন। হাদীস শরীফে এসেছে-

أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يعتكِفُ العشرَ الأواخِرَ من رمضانَ، فلم يعتكِفْ عاماً، فلما كان العامُ المُقْبِلُ اعتكفَ عشرينَ ليلةً.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানে শেষ দশ দিন ইতিকাফ করতেন। কিন্তু এক বছর ইতিকাফ করতে পারেননি। পরবর্তী বছর বিশ রাত (দিন) ইতিকাফ করেছেন। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৪৬৩

ইতিকাফের মাধ্যমে লাইলাতুল কদর লাভ করার সম্ভাবনাও অনেক বেশি থাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাইলাতুল কদর লাভের আশায় একবার রমযানের প্রথম দশ দিন ইতিকাফ করেন। এরপর কয়েকবার ইতিকাফ করেন মাঝের দশ দিন। এরপর একসময় শেষ দশ দিন ইতিকাফ করতে শুরু করেন এবং ইরশাদ করেন-

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

তোমরা রমযানের শেষ দশকে লাইলাতুল কদর অন্বেষণ কর। -সহীহ বুখারী, হাদিস ২০২৭

আরেক হাদীসে এসেছে-

كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا، حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنِ اعْتِكَافِهِ، قَالَ: مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ، وَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا...

فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের মাঝের দশ দিন ইতিকাফ করতেন। এক বছর এভাবে ইতিকাফ করার পর যখন রমযানের ২১তম রাত এল... তিনি ঘোষণা করলেন, যে ব্যক্তি আমার সঙ্গে ইতিকাফ করেছে সে যেন শেষ দশকে ইতিকাফ করে। কারণ আমাকে শবে কদর সম্পর্কে অবগত করা হয়েছিল (যে, তা শেষ দশকের অমুক রাত।) এরপর তা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ... সুতরাং তোমরা শেষ দশকে শবে কদর অন্বেষণ কর এবং প্রতি বেজোড় রাতে অন্বেষণ কর। -সহীহ বুখারী, হাদীস ২০২৭

ইতিকাফের গুরুত্বপূর্ণ একটি ফায়দা হল- ইতিকাফকারী অত্যন্ত পবিত্র ও গোনাহমুক্ত পরিবেশে থাকে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এখানে তার অবস্থানটিই এক ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়। তাই সে অবসর সময়ে কোনো আমল না করলেও দিনরাত তার মসজিদে অবস্থান করাটাই ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়।

এমনিভাবে ইতিকাফকারী দুনিয়ার যাবতীয় ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে নিজেকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে। আল্লাহর ইবাদতের জন্য নিজেকে পূর্ণ প্রস্তুত করে আল্লাহ-অভিমুখী হয়। অভিজ্ঞজনমাত্রই জানেন, এটা যে কারো জন্য, যে কোনো সময় সহজেই সম্ভব হয় না।

তাছাড়া ইতিকাফের মাধ্যমে রোযার যাবতীয় হক ও আদাব রক্ষা করার তাওফীক হয়।

সর্বোপরি ইতিকাফ অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ও মহিমান্বিত একটি ইবাদত। যার ফায়েদা ও প্রভাব মানুষের মন ও মননে এবং জীবন ও জগতে অনেক গভীর হয়ে থাকে।

মহিলাদের ইতিকাফের বিধান

মহিলাদের ইতিকাফের শর্ত:

মহিলাদের ইতিকাফের মূল শর্ত হলো—পবিত্রতা (হায়েজ-নেফাস থেকে মুক্ত থাকা), স্বামীর অনুমতি, নিয়ত এবং ইতিকাফের জন্য ঘরের নির্দিষ্ট একটি স্থান বা মসজিদের নির্ধারিত জায়গা।

নারীদের ইতিকাফের শর্ত ও বিধানগুলো নিচে সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া হলো:

প্রাথমিক শর্তাবলি:

- পবিত্রতা: ইতিকাফের জন্য অবশ্যই হায়েয (মাসিক) ও নেফাস (সন্তান প্রসবোত্তর স্রাব) থেকে পবিত্র হতে হবে।
- স্বামীর অনুমতি: বিবাহিত নারীদের ইতিকাফে বসার জন্য স্বামীর অনুমতি গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক।

.মহিলাদের ইতিকাফের স্থান

- নিজ ঘর: ফকীহদের মতে, নারীদের জন্য নিজ ঘরে ইতিকাফ করা সবচেয়ে উত্তম ও নিরাপদ। ঘরের যে জায়গাটিতে তারা নিয়মিত নামাজ পড়েন, সেখানে ইতিকাফের জন্য পর্দা দিয়ে জায়গা নির্ধারণ করতে হবে।
- মসজিদ: নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকলে এবং ফেতনার আশঙ্কা না থাকলে নারীরা চাইলে মসজিদেও ইতিকাফ করতে পারবেন।

মহিলাদের ইতিকাফের সময়

রমজান মাসের শেষ ১০ দিন। রমজানের ২০ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বমুহূর্ত থেকে শুরু করে ঈদের চাঁদ দেখার আগ পর্যন্ত ইতিকাফে থাকতে হয়।

মহিলাদের ইতিকাফে স্বামীর অনুমতি

ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী বিবাহিত নারীদের ইতিকাফের জন্য স্বামীর অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। স্বামীর অনুমতি ছাড়া নারীদের ইতিকাফ জায়েজ নয়। তবে শরীয়তের দৃষ্টিতে নারীদের জন্য নিজ ঘরে ইতিকাফ করাই উত্তম ও নিরাপদ নারীদের ইতিকাফ ও স্বামীর অনুমতি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিচে দেওয়া হলো:

১. অনুমতি নেওয়া ও দেওয়া:

- **বাধ্যতামূলক:** বিবাহিত নারীদের ইতিকাফে বসার জন্য স্বামীর অনুমতি নেওয়া আবশ্যক। বিনা অনুমতিতে ইতিকাফে বসলে তা শুদ্ধ হবে না।
- **স্বামীর দায়িত্ব:** যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া স্বামীদের উচিত নয় স্ত্রীকে ইতিকাফে বাধা দেওয়া। স্ত্রী ইতিকাফে বসলে স্বামীও সওয়াবের অংশীদার হন ।
- **অনুমতি দেওয়ার পর:** স্বামী একবার ইতিকাফের অনুমতি দিয়ে দিলে পরবর্তীতে আর তা বাধা দিতে পারবেন না

মহিলাদের ইতিকাফের সমস্যা ও সমাধান*

স্বামীর অনুমতি না দেওয়া

স্বামী-স্ত্রী একজন আরেক জনের পোষাক সরূপ। তাই তারা একে অপরে পোষাকের মত মিলে মিশে থাকবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন -

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ

রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ অবগত রয়েছেন যে, তোমরা আত্নপ্রতারণা করছিলে, সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন। অতঃপর তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং যা কিছু তোমাদের জন্য আল্লাহ দান করেছেন, তা আহরন কর। (সুরা বাকারা, আয়াত ১৮৭)

★ সহীহ ইবনে হিব্বানে এসেছে-

عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتجبه وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ " .

তালক ইবনু আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘স্বামী যদি মনোবাসনা পূরণের জন্য তার স্ত্রীকে ডাকে

তবে সে যদি চুলার কাছেও থাকে তবুও যেন অবশ্যই সাড়া দেয়। ' (সহীহ ইবনে হিব্বান, ৪১৬৫)
হাদীসটি আরো কিতাবে রয়েছে- মুসনাদে আহমদ, ১৬৩৩১; আল- মুহাল্লা, ১০/৪১; আস সুনানুল কুবরা, ৮৯৭১; আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩/১০৩
★ স্বামীর জন্য জরুরি হলো স্ত্রীর অধিকার রক্ষা করা, তার সাথে সদব্যবহার করা।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন
ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك
শোন হে! তোমরা আমার পক্ষ হতে নারীদের প্রতি সদাচরণের উপদেশ গ্রহণ কর। তারা তো তোমাদের কাছে আটকে আছে। তোমরা তাদের কাছ থেকে এছাড়া আর কিছুর অধিকার রাখো না। (জামে তিরমিযী, হাদীস: ১০৮৩

মহানবী সা: বলেছেন " তিন ব্যক্তির নামাজ তাঁদের মাথা অতিক্রম করেনা অর্থাৎ কবুল হয়না । তন্মধ্যে একজন হলেন অবাধ্য স্ত্রী , যে স্বামীর ডাকে সাঁড়া দেয়না এবং স্বামী রাগান্বিত অবস্থায় ঘুমায় ।" তাবরানী ১০৮৬, সুনানে তিরমিযি ৩৬০, হাকেম, সিলসিলা ছহীহা ২৮৮।

★ মহানবী সা: বলেছেন " পরকালে আল্লাহপাক স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ স্ত্রীর দিকে তাকাবেন না ।" নাসাঈ কুবরা ৯১৩৫, বাযযার ২৩৪৯,তাবরানী,হাকেম, ২৭৭১, বাইহাক্বী ১৪৪৯৭,সিলসিলাহ ছহীহা ২৮৯।

★ মহানবী সা: বলেছেন " কোন স্ত্রী যদি তাঁর স্বামীর অধিকার সম্পর্কে জানতো, দিনে বা রাতের খাবার শেষ করে স্বামীর পাশে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতো ।" ছহীহুল জামে ৫২৫৯, তাবরানী।

★ মহানবী সা: বলেছেন "যে স্ত্রী তাঁর স্বামীকে কষ্ট দেয়, জান্নাতের হুরেরা বলেন "তোমার স্বামীকে কষ্ট দিওনা । তিনি তোমার কাছে সাময়িক মেহমান মাত্র । তোমাকে ছেড়ে অচিরেই আমাদের কাছে ফিরে আসবে। তিরমিযি ১১৭৪, ইব্নে মাজাহ ২০১৪।

★ মা- বাবা সহ সকলের মৃত্যুতে শোক পালন হচ্ছে মাত্র ৩ দিন পর্যন্ত । পক্ষান্তরে স্বামীর মৃত্যুতে শোক পালন করতে হবে ৪ মাস ১০ দিন ।
সূরা আল বাক্বারা ২৩৪, ছহীহুল বোখারি ১২৮০
বিয়ের পর একজন মেয়েকে তার পিতা মাতার থেকেও তার স্বামীকে প্রাধাণ্য দিতে হবে। তাই এক হাদীসে রাসূল সা. বলেন- আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত যদি অন্য কাউকে সেজদা করা জায়েজ হতো তাহলে মহিলাদেরকে তার স্বামীকে সেজদা করতে বলা হতো।

স্বামী যদি ইতিকাফের জন্য তার স্ত্রীকে অনুমতি না দেয় তাহলে ওই স্ত্রীর জন্য ইতিকাফ করা জায়েজ হবেনা।স্বামীকে বুঝিয়ে ইতিকাফের জন্য যদি রাজি করানো যায় তাহলে ইতিকাফ করা যাবে অন্যথায় নয়। ইতিকাফের এই দশ দিন যদি স্বামীর খেদমত করা হয় তাহলেও অনেক সওয়াব পাওয়া যাবে।ইতিকাফের জন্য স্বামি অনুমতি না দিলে তাকে বুঝাতে হবে এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে।কিন্তু অনুমতি ব্যতীত ইতিকাফ করা যাবে না।

মাসিক শুরু হওয়া

ইতিকাফরত অবস্থায় মহিলাদের মাসিক (হায়েজ) শুরু হলে ইতিকাফ ভঙ্গ হয়ে যায়। এ অবস্থায় করণীয় হলো তাৎক্ষণিকভাবে ইতিকাফের স্থান ত্যাগ করা এবং পরবর্তীতে শুধুমাত্র মাসিক হওয়া ওই একদিনের ইতিকাফ রোজা রাখাসহ কাজা (আদায়) করে নিতে হবে।
অবিলম্বে করণীয়:

- মাসিক শুরু হওয়ার সাথে সাথে ইতিকাফের স্থান ত্যাগ করতে হবে।
- যেহেতু মাসিক অবস্থায় নামাজ ও রোজা আদায় করা নিষেধ এবং ইতিকাফের জন্য রোজা শর্ত, তাই ইতিকাফ সহিহ থাকে না।
- মাসিক চলাকালীন সময়টুকু স্বাভাবিকভাবে ইতিকাফের বাইরে থাকবেন।

কাজার নিয়ম:

১। মাসিক শেষ হওয়ার পর পরবর্তীতে শুধু ওই একটি দিনের ইতিকাফ কাজা করতে হবে।

২। কাজা আদায়ের নিয়ম হলো, যে দিনটি কাজা করবেন সেই দিন অবশ্যই রোজা রাখতে হবে।

৩। একদিন সূর্যাস্তের আগে ইতিকাফ শুরু করে পরবর্তী দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইতিকাফের নিয়তে থাকতে হবে।

মহিলাদের জন্য নিজ ঘরের নির্ধারিত স্থানে ইতিকাফ করার বিধান রয়েছে। তবে ইতিকাফ শুরু করার আগে মাসিকের স্বাভাবিক সময়কাল বা তারিখ হিসাব করে বসা উচিত।

ঘরের কাজ

ইতেকাফরত অবস্থায় বান্দা নিজেকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য দুনিয়ার অন্যান্য সকল বিষয় থেকে আলাদা করে নেয়। ঐকান্তিকভাবে মশগুল হয়ে পড়ে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের নিরন্তর সাধনায়। এতেকাফ ঈমান বৃদ্ধির একটি মূখ্য সুযোগ। সকলের উচিত এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিজের ঈমানী চেতনাকে প্রাণিত করে তোলা ও উন্নতর পর্যায়ে পৌছেঁ দেয়ার চেষ্টা করা।

কুরআনুল কারিমে বিভিন্নভাবে ইতেকাফ সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, আমি ইবরাহীম ও ইসমাইলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, এতেকাফকারী ও রুকু-সেজদাকারীদের জন্য পবিত্র করো। (বাকারাহ-125)

মহিলারা ঘরের মসজিদে (নামাজ পড়ার স্থানে) বা একটি জায়গাকে নির্দিষ্ট করে এ'তেক্বাফে বসবে।তবে সাবধান! পরবর্তীতে আর স্থান পরিবর্তন করা যাবে না।মহিলাদের জন্য শর্ত হল,হায়েয নেফাস থেকে পবিত্র থাকা।এ'তেক্বাফের মধ্যখানে যদি হায়েয চলে আসে, তাহলে এ'তেক্বাফ ফাসিদ হয়ে যাবে।কেননা তখন তো উনি আর রোযা রাখতে পারবেন না।

স্বাভাবত মানুষের যে সমস্ত প্রয়োজন থাকে সেসব প্রয়োজনের স্বার্থে তিনি এ'তেক্বাফ থেকে বের হতে পারবেন।প্রস্রাব পায়খানা,ওজু ফরয গোসল ইত্যাদির জন্য।তবে শীতিলতা অর্জনের নিমিত্তে উনি গোসলে যেতে পারবেন না।

খানা পাকানোর জন্য উনি পাকঘরে যেতে পারবেন না।তবে প্রয়োজনে তিনি এ'তেক্বাফ স্থলে খানাকে রান্না করে নিতে পারবেন।

(ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়্যাহ-১০/২৫১)

ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়ায় বর্ণিত রয়েছে-

وَالْمَرْأَةُ تَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا إذَا اعْتَكَفَتْ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا فَتِلْكَ الْبُقْعَةُ فِي حَقِّهَا كَمَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ لَا تَخْرُجُ مِنْهُ إلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ كَذَا فِي شَرْحِ الْمَبْسُوطِ لِلْإِمَامِ السَّرَخْسِي

মহিলা চাইলে রমজানের শেষ দশে এ'তেকাফে বসতে পারবে।যখন সে তার ঘরের মসজিদে এ'তেকাফে বসে যাবে,তখন এই জায়গা তার জন্য মসজিদের সমতুল্য হয়ে যাবে,যেভাবে পুরুষদের জন্য জামে মসজিদ রয়েছে।সে প্রাকৃতিক প্রয়োজন ব্যতীত ঐ জায়গা থেকে আর বের হতে পারবে না।(ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-১/২১১)

এ'তেক্বাফ অবস্থায় চুপ থাকা মানে এমন চুপ নয় যা নিষিদ্ধ। যেমন হযরত আলী রাযি থেকে বর্ণিত রয়েছে।তিরি বলেন,বালিগ হওয়ার পর কেউ ইয়াতিম থাকেনা।এবং পূর্ণ একদিন চুপ থাকার কোনো নিয়মও ইসলামে নেই।(সুনানু আবি-দাউদ)পূর্ণ একদিন চুপ থেকে রোযা রাখা মূলত আহলে কিতাবদের নিয়ম।এটা আমাদের জন্য মানসূখ হয়ে গেছে।

এ'তেক্বাফকারী ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত,হাদীস পাঠ,জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া, এবং নবীজী সাঃ এর জীবনী, আম্বিয়ায়ে কেরামদের ঘটনাবলি, হেকায়াতে ছাহাবা ও হেকায়তে সালেহীন সহ বিভিন্ন দ্বীনী বই কিতাব এ'তেক্বাফে বসে অধ্যায়ন করা হবে। অযথা বেহুদা বকওয়াস সবার জনই মাকরুহ।সুতরাং বেহুদা কথাবার্তা এ'তেক্বাফ কারীর জন্য উত্তমরূপে মাকরুহ হবে।(তাবয়ীনুল হাক্বাঈক্ব-১/৩৫১)

দৈনন্দিনের গোসলের জন্য যেতে পারবেনা

যদি গোসল করে,তাহলে এক্ষেত্রে ইস্তেঞ্জা (পেশাব/পায়খানা) করার জন্য বের হওয়ার সময় গোসলের কাপড় ইত্যাদি নিয়ে এক বারে বের হতে হবে,যাতে আবার সেই স্থানে আসতে না হয়।
দ্রুত ইস্তেঞ্জা গোসল করে চলে আসতে হবে
উক্ত স্থান থেকে বাহিরে গিয়ে কাহারো সাথে কোনো কথা বলা যাবেনা।

,
উক্ত স্থানে থেকেও অহেতুক কাজ ও কথা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করতে হবে।

মহিলাদের ইতিকাফরত অবস্থায় করণীয়

বেশ কিছু করণীয় আমল রয়েছে ইতিকাফে। আমল-ইবাদতে সময় কাটানো ইতিকাফের অন্যতম উদ্দেশ্য। সে ক্ষেত্রে কিছু আমল ও ইবাদত অবশ্যই করা উচিত। তন্মধ্য থেকে কিছু আমল উল্লেখ করা হলো-

নিয়ত করা

নিয়ত ছাড়া কোনো আমলই শুদ্ধ হয় না। নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা জরুরি নয়। করলেও কোনো সমস্যা নেই। তবে মনে মনে করা ভালো।
নিয়ত এভাবে করা যেতে পারে যে, 'আমি আল্লাহর ওয়াস্তে ১০দিন সুন্নতে মুয়াক্কাদা কেফায়া ইতিকাফের নিয়তে মসজিদে/ নারী হলে কক্ষে অবস্থান করছি।' অথবা যদি এমন নিয়ত না করেন তাহলে আবাসনের পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মসজিদে বা কক্ষে ইতিকাফ ব্যক্তির প্রবেশটাই নিয়তের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

নফল নামাজ

যত পারা যায় নফল নামাজ পড়া। যেমন ইশরাক, চাশত, আওয়াবিন ও তালাতুত তাওবা ইত্যাদি। কারণ রমজানে এক একটি নফলের জন্যে তো এক একটি ফরজের

সাওয়াব দেওয়া হয়। তাই তার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া দরকার। এখনই তার সময়। সামনে কোথায় থাকি তার ঠিকঠিকানা নেই। মাটির উপরে, নাকি তার নীচে।

উমরি কাজা

ফরজ ও ওয়াজিব নামাজ যাদের অনেক কাযা রয়েছে, তারা সেইসব নামাজের কাজা আদায় করতে পারেন ইতিকাফে। এটি তাদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ।

কোরআন তেলাওয়াত

রমজান কোরআনের মাস। কোরআন তেলাওয়াত এই মাসের দাবি। প্রতিদিন ১ পারা ও ১০ পৃষ্ঠা। যারা কোরআনের হাফিজ, তারা এক খতম বা ১৫ পারা— এভাবে আমল করতে পারেন। তবে যারা তেলাওয়াত করতে পারেন না, তারা অন্তত বিজ্ঞ কারো কাছে বসে পূর্ণমনোযোগিতার সঙ্গে কোরআন শ্রবণ করতে পারেন।
প্রতি অক্ষরে ১০ নেকি। আর রমজানে ৭০ গুণ নেকি! তাহলে অগণিত নেকির ভাগি হচ্ছেন ইতিকাফরত ব্যক্তি। শায়খ আবদুর রহিম রায়পুরি (রহ.) প্রায় পুরোরাত তিলাওয়াতে অতিবাহিত করতেন। এমনকি তিনি রামজানে ২৪ ঘণ্টায় ১ ঘণ্টার বেশি ঘুমাতেন না। (আকাবির কা রমজান, পৃষ্ঠা : ২৯)

জিকির

যারা তেলাওয়াত পারেন না, শ্রবণের মতো তেমন কোনো ব্যক্তিও যদি পাওয়া না যায়, তা হলে শুধু কুরআন শরিফের প্রতি লাইনে লাইনে হাত বুলিয়ে যাবেন তিনি, আর পরিতাপের সাথে মনে মনে বলবেন ‘আমি কতইনা হতভাগা, আল্লাহ্, আমাকে মাফ করেন!’ আল্লাহ তাকে নেকি থেকে বঞ্চিত করবেন না বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞ আলিম সমাজ, ইনশাআল্লাহ।

দরুদ পাঠ

শুয়ে, হাটতে আর বসতে দরূদ পাঠ করতে পারি। প্রতিবার দরূদে পাঠকারীর নাম নবির রাওয়াতে পেশ করা হয়। আল্লাহর রহমত ১০গুণ করে তার জন্য হয় আর ফেরেশতারাও তার জন্য দোআ করেন। যে ব্যক্তি যতবেশি দরুদ পড়বে, সে ব্যক্তি ততবেশি হাশরের মাঠে [নবী (সা.)-এর] কাছে থাকবে
হাদিসে এমনটাই বলা হয়েছে।
অন্য স্থানে আছে যে ব্যক্তি ১০০বার দরূদ পড়বে— তার দুইচোখের মাঝে লিখে দেওয়া হবে, সে জাহান্নাম ও মুনাফেকি থেকে মুক্ত! আপনি যেকোনো দরূদ পড়তে পারেন। ছোট আকারে ৩টি দরূদ বলছি—
১) 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।'
২) 'আল্লাহুম্ম ছল্লি আ'লা মুহাম্মদিন'
৩) 'জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদিন'

লাইলাতুল কদর

শবে কদর বেজোড় (২১,২৩,২৫,২৭,২৯ তারিখ) রাতে তালাশ করা। পারলে এই রাতগুলোতে জেগে ইবাদত করা। হাদিসে এই রাতগুলোতে শবে কদর তালাশ করতে বলা হয়েছে। সহজে শবে কদর ও শবে বরাত ইত্যাদি বড় বড় রাতের ফজিলত যদি কেউ লাভ করতে চায়— তাহলে অবশ্যই সেদিনের মাগরিব, এশা আর ফজরের নামাজ যত্ন সহকারে গুরুত্ব দিয়ে আদায় করা।

তালিম

ইতিকাফে ব্যক্তিদেত মধ্যে ভালো আলিম থাকলে হাদিসের তালিম করা যায়। যার সহজ মাধ্যম হল শায়খুল হাদিস আল্লামা জাকারিয়া (রহ.)-এর 'ফাজায়েলে আ'মাল' পাঠ। মুফতি আজম আল্লামা মুফতি ফয়জুল্লাহ (রহ.)-এর 'ফয়জুল কালাম'ও তালিমের তালিকায় রাখা যায়। তার সূচিপত্রটি বেশ উপকারী।

জীবন্তিকা জীবনী পাঠ

ওলি আল্লাহদের জীবনী পাঠ করা। তারা কীভাবে ইতিকাফে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করেছেন, কীভাবে দোআ আর মুনাজাত করেছেন আর কীভাবে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করেছেন এবং রাত জেগেছেন, তা ভালোভাবে শ্রবণ করে করে নিজের জীবনকে তাদের সঙ্গে মেলানো।

নামাজের প্রস্তুতি

আজানের অন্তত ১০মিনিট আগে পাক-পবিত্র হয়ে নামাজের জন্য প্রস্তুতিনেওয়া।নামাজের অপেক্ষমাণ মানুষদের জন্য ফিরিশতাগণ রহমতের ও মাগফিরাতের দোআ করেন এবং যদি নামাজের পর আরও বেশিক্ষণ নামাজের স্থানেই বসে আমলে মশগুল থাকেন নামাজি ব্যক্তি তাহলে ‘তার তাওবা যেন আল্লাহ পাক কবুল করেন’ সেই দোআও করেন ফিরিশতাগণ। ফিরিশতাদের দোআ আল্লাহ কবুল করেন।

তাহাজ্জুদ ও তাসবিহ

রহমতের আশা আর আযাবের ভয় নিয়ে তাহাজ্জুদ ও সালাতুত তাসবিহ আদায় করা। যত বেশি সম্ভব হয়। কারণ এসব নামাজ সবসময় পড়া হয় না ইতিকাফে এর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া খুব দরকার। উক্ত দুই নামাজ আদায় করে বান্দা যা-ই চান, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তাই দান করেন।

ঈদের রাত

ঈদের রাতে ইবাদত-বন্দেগির অনেক বেশি ফজিলত। হাদিসের কিতাবে উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি দুই ঈদের রাত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ইবাদত করবে

কিয়ামতের দিন ওই ব্যক্তির অন্তরকে আল্লাহ জীবিত রাখবেন (প্রশান্তি দান করবেন), যেদিন সমস্ত অন্তর মৃত্যুবরণ করবে। তাই ইতিকাফকারীদের কাছে অনুরোধ তারা যেন চাঁদ দেখার সাথে সাথে ইতিকাফের স্থান ত্যগ না করে আরো বেশি ইবাদত বন্দেগিতে লিপ্ত হয় যাতে করে ঈদের রাতের ফজিলত অর্জন করতে পারেন। আল্লাহ পাক সবাইকে আমল করার তাওফিক দান করুন। (সংগৃহীত)

মহিলাদের ইতিকাফ নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা:

১. মহিলারা ঘরের যে অংশে নামাজ পড়ে সেখানে ইতিকাফ করবে।
২. ইতিকাফের জন্য মসজিদ হওয়া শর্ত নয়, তবে পুরুষদের জন্য মসজিদেই ইতিকাফ করা উত্তম।
৩. মহিলাদের জন্য ঘরের যে অংশে ইতিকাফ করবে সেখানে বাইরের লোকের যাতায়াত বন্ধ রাখা জরুরি।
৪. মহিলাদের ইতিকাফের জন্য স্বামীর অনুমতি নেওয়া জরুরি।
৫. রমজানের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করা সুন্নত। মহিলারাও করবে।
৬. ইতিকাফ অবস্থায় স্বামী সহবাস করতে পারবে না।
৭. ইতিকাফ অবস্থায় মহিলারা প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে পারবে, তবে ইতিকাফের স্থানে ফিরে আসতে হবে।
৮. ইতিকাফ অবস্থায় মহিলাদের মাসিক শুরু হলে ইতিকাফ ভেঙে যাবে।

উপসংহার*

রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফ করা অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ একটি আমল। রমজানের বরকত ও ফজিলত বিশেষত হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রাত লাইলাতুল কদর পাওয়া। ইতিকাফের ফজিলত সম্পর্কে নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেছেন-

‘আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির নিয়তে যে ব্যক্তি মাত্র একদিন ইতিকাফ করবে আল্লাহ তাআলা তার ও জাহান্নামের মাঝে তিনটি পরিখার সমান দূরত্ব সৃষ্টি করে দেবেন।

প্রতিটি পরিখার দূরত্ব হবে আসমান-জমিনের মধবর্তী দূরত্বের সমান।' (তবারানি, বায়হাকি)

যেহেতু ইতিকাফ শুধু পুরুষের জন্য নয়। নারীদেরও ইতিকাফের সুযোগ রয়েছে। আর নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণও ইতিকাফ করতেন। তাই সুযোগ ও অনুমতি থাকলে নারীদেরও ইতেকাফ করা উত্তম